এয়া আল্লাহ এয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)

دُرُوْدِ مُقَدَّسْ

দুরূদে মুক্বাদ্দাস

[দোয়া ও দুরূদ শরীফের মধ্যে অমূল্য]

শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম

PDF by Masum Billah Sunny

(সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রকাশিকাঃ

সফিনা রহমান (সেতু)

সহযোগিতায়ঃ
রিয়াজ মাহ্‌মুদ

চতুর্থ প্রকাশঃ
২১ রমজান, ১৪২৩ হিজরী, ২০০২ সাল

আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনা কমপ্লেক্সে
দুরূদে মুক্বাদ্দাসসহ প্রকাশিত অন্যান্য দূর্লভ গ্রন্থাদি সূলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

অন্যান্য প্রাপ্তি স্থানঃ
কারেন্ট বুক সেন্টার, মিমি সুপার ও জলসা মার্কেট
মুহাম্মদিয়া কতুবখানা
রেজভী কুতুবখানা
ইসলামিয়া কুতুবখানা
শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স,আন্দরকিল্লা
ফাউজিয়া ইন্টারন্যাশনাল
কোর্ট বিল্ডিং (সোনালী ব্যাংকের সামনে), চট্টগ্রাম
গিলানস ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
৪৩নং (নীচতলা) চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স
জনাব ফজলে মাওলা, বাড়ী নং - ১৭, রোড নং - ৫
ধানমণ্ডি, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬২৫৬৫৫

মুদ্রণে :
আল মদীনা কম্পিউটার্স এণ্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২২২৬৪

হাদিয়া: ১২ (বার) টাকা

প্রকাশনায়ঃ

আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনা কমপ্লেক্স
শাহ্ মঞ্জিল ১৬৮, জয়নগর, ২নং লেইন, কলেজ রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৭৭০১, মোবাইলঃ ০১৮-৩১৮৫৬৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

অভিমত

পরম মেহেরবান আল্লাহ তা'য়ালা কখনই তাঁর সৃষ্টিকে বাস্তব রূপ দিতেন না, যদি না তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না করতেন। তাঁর সৃষ্টির মূল কারণ হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা। আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামত পেয়েছি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উছীলায় এবং ছদক্বায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা কোর্‌আনে করীমের মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর যাবতীয় আদেশ নির্দেশ প্রদান করেছেন। যা ইহ ও পারলৌকিক জীবনের চাবিকাঠি। তিনি তাঁর সমীপে এবাদত বন্দেগীর নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু তিনি নিজে সে এবাদত করেন না।

পক্ষান্তরে হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শান ও মর্যাদা তাঁর কাছে এত বেশী যে তিনি (আল্লাহপাক) ইরশাদ করেন– আমি নিজে আমার নবীর উপর দুরূদ পড়ি, আমার ফেরেশ্‌তারাও পড়ে। সুতরাং হে ঈমান দারেরা! তোমরাও অতি শ্রদ্ধা ও মুহাব্বতের সাথে তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পড়।

আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমেই বান্দার সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তাই সমস্ত মাখ্‌লূকাত সেই নাম নিয়েই রাব্বুল আলামীমের কাছে দোয়া করলে সে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এর নাম মোবারক এবং বিভিন্ন গুণবাচক নাম নিয়ে সজ্জিত এই "দুরূদে মুক্বাদ্দাস" শরীফ বন্ধুবর আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম সাহেব পুস্তিকাকারে প্রকাশের যে দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এতে আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা এ জন্য অন্তরের অন্ত:স্থল হতে তাঁকে অসংখ্য মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এই "দুরূদে মুক্বাদ্দাস" পাঠ-সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ইহ ও পরকালীন উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর এবং এর উসীলায় সকল প্রকার সমস্যার সমাধান হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এই মহৎ কাজের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন! বেহুরমতে ছাইয়্যিদিল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।

আলহাজ্ব মাওলানা মুফ্‌তী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
অধ্যাপক, ফিক্বহ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

PDF by Masum Billah Sunny

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুখবন্ধ

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা হাবীবিহিল করীম, ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন।
আম্মাবাদ–

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌র ফরমান হচ্ছে-'লাও লা-কা লামা আজহারতু রবুবিয়্যতী'- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দ:)! যদি আপনি না হতেন তো, আমি আমার প্রভূত্বের প্রকাশ ঘটাতাম না।

এমনই এক মহামর্যাদাবান সত্ত্বার প্রশংসা গাঁথা হচ্ছে এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' নামক পুস্তিকা। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, আমি রওজায়ে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) ও মসজিদে নববী শরীফে দীর্ঘকাল যাবত খেদমত আঞ্জাম দানের দূর্লভ সুযোগ লাভে ধন্য হই। এ সময় হুজুরে আকরাম (দ:)'র নজরে করমে রওজাভ্যন্তরে প্রিয় নবী (দ:)'র হাত মুবারকের স্পর্শে ধন্য গাছের বাকল, গিলাফ সহ অন্যান্য বহু তাবাররুকাত আমি লাভ করি। সে গুলো আমি আজো একান্ত আপন করে অতীব সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করে চলেছি। এরই মধ্যে একদিন আমি হুজুর পুরনূর (দ:)'র রওজা শরীফে জালি-এ পাকের বাইরে তাকে রাখা পুরনো কিতাবাদি পরিস্কার করতে গিয়ে 'দুরূদে মুকাদ্দাস' সম্বলিত একখানা পুস্তিকা পেয়ে যাই। তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ফেলি পূর্ণ দূরূদ শরীফ, আর এক অব্যক্ত-অবর্ণনীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয় আমার মাঝে। সে অবস্থাতেই দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারনের জন্য এ 'দুরুদে মুকাদ্দাস'কে সহজলভ্য করে উপস্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে, এ 'দুরূদে মুকাদ্দাস' পুস্তিকাখানা সেদিনকার সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন।

PDF by Masum Billah Sunny

এ দূরূদ শরীফের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। সেগুলো এ পুস্তিকাতে পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছি। এ 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের কল্যাণ সাধনকারী সন্দেহ নেই। মূলত: দুরূদ শরীফ মাত্রই এ গুণে বিশেষভাবে গুনান্বিত। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা পার্থিব জীবন পরিক্রমার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যায় জর্জড়িত ভূক্তভোগী মানবকুলের জন্য এ'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' এক পরিত্রানদাতা-মহা নেয়ামত। এ পুস্তিকা প্রকাশনার শুরু থেকে এ পর্যন্ত 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' তেলাওয়াতে আল্লাহ্‌র রহমতে দারুনভাবে লাভবান হয়েছেন- এমনতর হাজারো ঘটনা বিভিন্ন উপায়ে জানা যায়। একনিষ্ঠতা ও একাগ্রচিত্তে দূরূদ শরীফ পাঠে নিয়্যতের পরিশুদ্ধি এক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে সফলতা এনে দেয় নিশ্চিতভাবে।

এ মহাপবিত্র দুরূদ শরীফ অবলম্বনে পুস্তিকা প্রকাশের বিরল সুযোগ দান করায় আমি আল্লাহ্‌র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়ার সিজদা আদায় করছি। আমি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' শরীফের উসিলায় মরহুম প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। এর বদৌলতে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে নাজাত দান করুন- এ প্রার্থনা করছি। সাথে সাথে এ পুস্তিকার অসংখ্য সংস্করনের পর বর্তমান সংস্করনে এসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিবর্ধন করত: পরিমার্জিত-পরিশালিতরূপে সুষ্ঠু সুন্দর প্রকাশনা কার্যে যাঁরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন, সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রত্যেকেই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' এর ফয়জ ও বরকত হাসিলের সৌভাগ্য লাভে সিক্ত হউন-এই দোয়া করি।

- শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম

PDF by Masum Billah Sunny

উৎসর্গ

দূরূদ শরীফ সম্মলিত অত্র পুস্তিকার প্রকাশনা কার্য
খলীফাতুল মুসলেমীন শেরে খোদা হযরত আলী (রা:),
মহানবী (দ:)'র আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা জাহরা (রা:),
এতদুভয়ের নয়নের মনি—কলিজার টুকরা
হযরত ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসাইন (রা:)'র
উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে নিবেদন করছি—

শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম

ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার জগতে
এক অনন্য সংযোজন
সৃজনশীল ত্রৈমাসিক ইসলামী পত্রিকা
মদীনার আলো
পড়ুন, লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন, অপরকে
পড়তে উৎসাহিত করুন।
যোগাযোগ
সম্পাদক, 'মদীনার আলো'
শাহ্ মঞ্জিল, ১৬৮ জয়নগর, ২নং লেইন,
কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ও ফ্যাক্স: ৬১৭৭০১

PDF by Masum Billah Sunny

دُرُوْدِ مُقَدَّسْ

দুরূদে মুক্বাদ্দাস

দুরূদে মুক্বাদ্দাস পড়ার নিয়ম

'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়ার আগে দুরূদ শরীফ- "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম" ১১ বার পড়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এর রওজায়ে আক্‌দাসে হাদীয়া হিসেবে পেশ করবেন। এরপর দুরূদে মুক্বাদ্দাস পড়া আরম্ভ করবেন। যে কোন পুরুষ বা মহিলা এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দস' ভক্তি ও মুহাব্বত এবং তাযিমের সাথে তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উভয় জগতের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন।

ফযীলত সমূহ

(১) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়বেন, তিনি চল্লিশজন বুজুর্গ ব্যক্তি, গাউস, কুতুব, আবদাল এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মত সওয়াব পাবেন এবং তাঁর ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ্ এই 'দূরূদে মুক্বাদ্দাস'র উসীলায় ক্ষমা করে দেয়া হবে। তাঁর রূহ্ আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় কুদরতের হাতে কব্‌জ করবেন এবং তাঁর ছকরাত সহজ হবে। তাঁর জানাজায় এত বেশী সংখ্যক ফেরেশ্‌তা শরীক হবেন, যাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ নির্ণয় করতে পারবে না। তাঁর কবর খুবই আলোকিত হবে এবং মুন্‌কার-নকীর-এর প্রশ্নও সহজ হয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

PDF by Masum Billah Sunny

তাঁর কবরের আজাব হবে না। যখন তিনি কবর হতে উঠবেন, তখন তাঁর চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্রের মতো আলোকময় হবে। লোকেরা বলবে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি কি কোন পয়গম্বর? না অন্য কেউ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন- তিনি পয়গম্বর নন। বরং আমার একজন নবীর উম্মত। তিনি আমার হাবীবের নাম মোবারককে আন্তরিকভাবে তেলাওয়াত করতেন। এর বরকতেই তিনি এই মর্তবা পেয়েছেন।

(২) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়বেন এবং তাবিজ করে সাথে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অকাল মৃত্যু, হঠাৎ মৃত্যু, দুর্ঘটনা, মাথাব্যথা, অর্ধ মাথাব্যথা, কপাল ব্যথা, চক্ষুরোগ, নখ-ব্যথা, কান-ব্যথা, পেট-ব্যথা, মন-খারাবী, পা-ব্যথা, আংগুল ব্যথা, হাঁটু-ব্যথা, কনুই-ব্যথা, হাত-ব্যথা, পাঁজরের ব্যথা, পিঠ-ব্যথা, নাভী-ব্যথা, রগ-ব্যথা, সকল আস্‌মানি-জমিনী বালা-মুসিবত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং সকল প্রকার শারীরিক রোগ হতে এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাসের' উসীলায় হেফাজত করবেন।

(৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়লেন, তিনি মূলত: রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এর মজলিসে মুক্বাদ্দাসে হাজির হলেন। তার সারা দিনের গুনাহ্ এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাসের' উসীলায় ক্ষমা করে দেয়া হবে। এক একটি নামের উসীলায় তাঁর হাজার হাজার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, তার জন্য সব সময় আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা খোলা থাকবে।

(৪) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের যে কোন পুরুষ বা মহিলা জুমা'র রাতে 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস'

PDF by Masum Billah Sunny

পড়ে দোয়া করলে, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল বা যে কোন হাজত পূরণ করবেন ইন্‌শা'আল্লাহ! এটা বহুলোক কর্তৃক পরীক্ষিত।

(৫) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, যে মহিলার সন্তান হয় না, সে মহিলাকে যদি 'দরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করানো হয় এবং সে পরক্ষণেই স্বামীর সাথে মিলন করে, আল্লাহ্‌র রহমতে সে মহিলা গর্ভবতী হবে। এক্ষেত্রে মেশ্‌ক ও জাফরান দ্বারা লিখে পানির সাথে খেয়ে স্বামীর সাথে মিলন করবে। এতে আল্লাহ্‌র রহমতে সে গর্ভবতী হবে, ইন্‌শা'আল্লাহ্। এটাও পরীক্ষিত।

(৬) হযরত ওসমান গণি (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, কোন শত্রু যদি অত্যাধিক প্রভাবশালী হয় এবং কিছুতেই যদি তাকে বশে আনা না যায়, তা'হলে আছরের নামাজের পর কেবলামুখী হয়ে এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' একবার পড়ে দুই হাতে ফুঁক দিয়ে মাথার দিক হতে শরীরে মালিশ করলে ইন্‌শা'আল্লাহ্ শত্রু অবদমিত হয়ে যাবে। এটাও পরীক্ষিত।

(৭) যদি কোন ব্যক্তির ভাগ্য খারাপ হয়ে যায়, সে যদি এই 'দূরূদে মুক্বাদ্দাস' তেলাওয়াত করে অথবা তাবিজ লিখে গলায় বা হাতে পরে, ইনশা'আল্লাহ্ তার বরকতে লোকটির ভাগ্য খুলে যাবে।

(৮) হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত; যে ব্যক্তি জুমার রাতে ঘুমানোর আগে এই 'দূরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়বেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে চারটি বস্তু দান করবেন। সেগুলো হল: (ক) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি, (খ) রাসূলে খোদার সন্তুষ্টি, (গ) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ, (ঘ) উভয় জগতে রিজিকের অভাবহীনতা। আর তিনি দুনিয়ার সকলের নিকট প্রিয় ভাজন হবেন এবং সবাই তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। এটাও পরীক্ষিত।

PDF by Masum Billah Sunny

(৯) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আমার কোন উম্মত যদি এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' তেলাওয়াত করে, কেয়ামতের ময়দানে সে নেক্‌কার এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।

(১০) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরো এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর জীবনে অন্তত: একবার এই দুরূদে মুকাদ্দাস' পড়বে, সে এক লক্ষ হজ্বের সাওয়াব পেল এবং সে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় দুই লক্ষ গোলাম আজাদ করল।

(১১) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:), হযরত ওমর (রা:), হযরত ওসমান গণী (রা:), হযরত আলী (রা:), হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা:), হযরত ফাতেমা (রা:), হযরত হামজা (রা:), হযরত আব্বাস (রা:) এবং সমস্ত শোহাদায়ে কেরামের মত সওয়াব পাবেন।

(১২) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' তেলাওয়াত করবেন, তিনি যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় দশ লক্ষ উট কোরবাণী করলেন ও দশ লক্ষ দিনার আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলেন।

(১৩) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, তিনি দশ লক্ষ রোজার সওয়াব পাবেন, দশ লক্ষ লওহ এবং দশ লক্ষ কলমের মরতবা পাবেন।

(১৪) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত ইস্‌রাফীল (আ:) ও হযরত আজ্‌রাঈল (আ:)-এর ন্যায় সওয়াব পাবেন।

(১৫) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, তিনি আরশ-কুরছি, লওহ-কলম, সাত আস্‌মান-জমিন, আট বেহেশ্‌ত এবং আউয়াল-আখের সমস্ত ফেরেশতার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

PDF by Masum Billah Sunny

(১৬) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়বেন, তিনি ৩০ পারা কোর্‌আন শরীফ, জবুর, ইঞ্জিল, তাওরাত, তেলাওয়াতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

(১৭) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়বেন, তিনি সমস্ত সাহাবা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল রূহ্ জগতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

(১৮) এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' তেলাওয়াতকারীকে ফেরেশতাগণ তাঁর আমল নামা তাঁর ডান হাতে দেবেন। তাঁর নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং তিনি অতি সহজে পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন। কেয়ামতের দিন যখন কোথাও কোন ছায়া পাওয়া যাবেনা, সেদিন তাঁকে আল্লাহর আরশের নীচে বসানো হবে।

(১৯) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' তেলাওয়াত করবেন, তিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার সওয়াব পাবেন।

(২০) যে ব্যক্তি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়বেন, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন বিনা হিসাবে তাঁকে বেহেশ্‌ত দান করবেন। ফেরেশ্‌তারা বলবেন, হে আল্লাহ! ইনি কে? যাকে আপনি বিনা হিসাবে জান্নাত দান করলেন? আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, হে ফেরেশ্‌তারা! এই ব্যক্তি দুনিয়ায় 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পড়তো। এর উসীলায় তাঁর গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হল। তাঁর সকল ফরিয়াদ কবুল করে নেয়া হল এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এর সুপারিশ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করানো হল।

(২১) হযরত ইমাম মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' তেলাওয়াত করে হাতে ফুঁক দিয়ে শরীরে মালিশ করবে,

PDF by Masum Billah Sunny

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমস্ত বালা মুসীবত এবং সকল রোগ হতে হেফাজত করবেন। যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এমতাবস্থায় প্রতিদিন যদি এটা পড়তে থাকে, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁর জীবনে উন্নতি হবে। এটাও পরীক্ষিত।

(২২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) বলেছেন, যদি সমুদ্রের সমস্ত পানিকে কালি করা হয়, সাত আসমান-জমিন, আরশ ও কুরছিকে কাগজ করা হয়, পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত বৃক্ষরাজিকে কলম করা হয় এবং মানব জাতি, জ্বিন জাতি, চতুষ্পদ জন্তু, স্থল প্রাণী, আঠার হাজার মখলূকাত, সকল ফিরিশতা, আরশ, কুরছি লওহ এবং কলম-এর লেখকগণ একত্রিত হয়ে লিখতে চায়, তথাপি এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' এর ফযীলত ও সওয়াব লিখে শেষ করতে পারবেনা।

(২৩) এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস'র ফযীলত অনেক-অনেক। এখানে সামান্য মাত্র উল্লেখ করা হলো। এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' সম্পর্কে যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মুসলমান এবং আশেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাগণকে প্রতিদিন 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

PDF by Masum Billah Sunny

'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' এর বৈশিষ্ট্য

আমরা জানি যে, আরবী ভাষায় সর্বমোট ২৮টি বর্ণ রয়েছে। এ বর্ণসমষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। এ বর্ণমালা ব্যবহারেই প্রিয়নবী (দ:) এর মুখনি:সৃত সমস্ত হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। এমনকি আরবী ভাষার আশ্রয়ে যত কিতাবাদি রচিত হয়েছে, তা-ও এ ২৮ টি বর্ণমালা সহযোগেই সাধিত হয়। সর্বোতভাবে এ বর্ণ সমষ্টির অপরিসীম ফজীলত ও মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার অপরূপ সৃষ্টি চন্দ্রেরও ২৮টি মনজিল বা কক্ষপথ রয়েছে। এ কক্ষপথ সমূহে ধারাবাহিক প্রদক্ষিণের মাধ্যমে চাঁদ এ পৃথিবীতে নিয়মিত আলো বিকিরণ করে জগতের সুষ্ঠ পরিচালনায় ভুমিকা রেখে চলেছে। অনুরূপ একজন মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সর্বমোট ২৮টি স্তর সাব্যস্ত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে ব্যবহৃত ২৮টি হরফের প্রভাবের মাধ্যমে মানুষের জীবনের মাঝে নিহিত ২৮টি স্তরকে যথানিয়মে পরিচালনা করছেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অত্র দুরূদে মুক্বাদ্দাসটিও ধারাবাহিকভাবে আরবী ভাষার ঐ ২৮টি হরফের সমন্বয়ে সজ্জিত। দুরূদে মুক্বাদ্দাসে যে ২৮টি বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে, প্রতিটি বাক্যের শুরুতে আপন প্রভূকে সম্বোধনের পরপর আরবী ভাষার ২৮ টি বর্ণমালাকে ক্রমান্বয়ে একের পর এক ব্যবহার করা হয়েছে, যা চমৎকারিত্ব আনয়নের পাশাপাশি স্বতন্ত্র মহিমায় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে এ দুরূদ শরীফকে। মুলত: এটা অপূর্ব মহা রহস্য ভান্ডারে ভরপুর এক অসাধারণ দুরূদ শরীফ।

PDF by Masum Billah Sunny

'সায়্যিদিনা' শব্দ সংযোজন সম্পর্কিত ঘটনা

তূর্কী বংশোদ্ভূত একজন লোক 'দালায়েলুল খায়রাত' গ্রন্থখানা প্রায়শ: পাঠ করত। সে নবী করীম (দঃ)'র নাম মোবারকের পূর্বে উল্লেখ থাকলে 'সায়্যিদিনা' শব্দটি পড়ত, নয়তো পড়ত না। এ বিষয়ে তার ওস্তাদ তাকে প্রিয়নবী (দঃ)'র নামের পূর্বে 'সায়্যিদিনা' শব্দটি পড়তে বলাতে সে বলল–কিতাবে লেখা নেই কারণে আমি পড়ি না। আর সে ওস্তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে আগের মতই পড়তে লাগল। একদিন রাতে সে হযরত উমর (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখল যে, তিনি তাঁর হাতের নাঙ্গা তরবারী সে তূর্কী লোকটির পেটের উপর রেখে বলছেন– তুমি কেন নবী করীম (দঃ)'র নামের পূর্বে 'সায়িদিনা' শব্দটি পড় না? অথচ তিনি হচ্ছেন– সায়্যিদুল আলামীন। এ স্বপ্ন দেখার পর তূর্কী লোকটি তার পূর্বের অবস্থান থেকে তওবা করল এবং প্রতিটি স্থানে নবী করীম (দঃ)'র নাম 'সায়্যিদিনা' সহযোগে পড়তে লাগল।

(দালায়েলুল খায়রাত)

☆ ☆ ☆

দুরূদে মুক্বাদ্দাস শরীফে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফীউল মুজনিবীন হুজুর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দ:) এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, কথা-কর্ম, সময়, স্থানসহ যাবতীয় গুনাবলীর সম্মানের উসীলা নিয়ে আল্লাহ্র সমীপে নিজেকে পেশ করে মানব মনের নেক মাকছাদ তথা দোয়া, দরখাস্ত, আরজি, কবুলের নিমিত্তে প্রার্থনা করবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

অতএব, শারিরীক-মানসিক যে কোন ধরনের রোগ থেকে মুক্তি লাভ এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা জাগতিক জীবন পরিক্রমায় বিরাজিত যে কোন জটিল-কঠিন সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য,নেক হাজাত পূরণ ও পূণ্য উদ্দেশ্য সাধনে পূতঃপবিত্র শরীরে, একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে, পরিশুদ্ধ অন্তরে 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' পাঠ করতঃ ২৮ টি বাক্যের ২৮টি উসীলাকে কেন্দ্র করে বিনম্র চিত্তে কান্নাকাটির মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করবেন। ইনশাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে।

☆ ☆ ☆

PDF by Masum Billah Sunny

دُرُوْدِ مُقَدَّسْ

দুরূদে মুক্বাদ্দাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ اَقْوَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَفْعَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَحْوَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحٰبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে আক্বওয়ালে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া আফ্আ'লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া আহ্ওয়ালে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া আস্হাবে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাণী কার্যক্রম, অবস্থা এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ بَدْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَطْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَرَّكَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

PDF by Masum Billah Sunny

وَبَيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبُرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে বদনে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া বতনে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মদিন' ওয়া বারাকাতি সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া বাইয়াতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া বোরা-ক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শরীর মুবারক, উদর মুবারক, বরকত, বাইয়াত এবং বুরাকের মর্যাদার উসীলায়।

يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ تَوَلُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَعَبُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَهَجُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে তাওয়াল্লুদে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া তা'আব্বুদে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া তাহাজ্জুদে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ভুমিষ্ট হওয়া, ইবাদত বন্দেগী এবং

তাহাজ্জুদের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ثَنَآءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَثَوَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَثَمَّاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৪) **উচ্চারণ ঃ** এয়া ইলাহী! বেহুরমতে সানা-য়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সাওয়াবে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সাম্মা-তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রশংসা, সওয়াব ও সংস্করণের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ جَلَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَمَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَهَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَعْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৫) **উচ্চারণ ঃ** এয়া ইলাহী! বেহুরমতে জালা-লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জামা-লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জাল্লি সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জাহাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জা'দে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জালালিয়াত, সৌন্দর্য্য, মহত্ব, চেহারা মুবারক, কোকড়ানো চুল এর সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ حُسْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحَسَنَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحُلْيَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৬) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমাতি হুস্‌নে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া হাসানা-তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া হুরমতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া হা-লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া হুলিয়াতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সৌন্দর্য্য, আমলসমূহ, ইজ্জত, অবস্থা, আগমনি বার্তার সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ خِلْقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخُلُقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَخُطْبَةِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَخَيْرَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৭) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে খিল্‌ক্বতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া খুলুক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া খুত্‌বাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মদিন' ওয়া খায়রা-তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সৃষ্টি, চরিত্র, খুতবা ও দান সমূহের সম্মানের উসীলায়।

يَـآاِلٰهِىْ بِـحُـرْمَةِ دِيْنِ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَدِيَـانَةِ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ سَيِّدِنَـا مُحَـمَّدٍ وَدَرَجَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدُعَآءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৮) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে দ্বীনে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দিয়া-নাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দওলাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দারাজা-তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দোয়ায়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দ্বীন, আমানতদারীতা, সম্পদ, মর্যাদা এবং দো'আর সম্মানের উসীলায়।

يَـآاِلٰهِىْ بِـحُـرْمَةِ ذَاتِ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَذِكْـرِ سَيِّـدِنَـا مُـحَمَّدٍ وَذَوْقِ سَيِّدِنَـا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৯) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে জা-তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জিক্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জাওক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জাত মুবারক, জিকির মুবারক ও জউক (স্বাদ) মুবারকের সম্মানের উসীলায়।

يَـآاِلٰهِىْ بِـحُـرْمَةِ رُوْحِ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ سَيِّـدِنَـا مُـحَـمَّـدٍ وَرِزْقِ سَيِّدِنَـا مُـحَـمَّـدٍ وَرَفِيْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَضَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১০) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে রূহে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া রা'ছে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া রিজ্‌ক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া রফীক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া রদায়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রূহ মুবারক, মাথা মুবারক, তাঁর রিযিক, বন্ধু এবং তাঁর সন্তুষ্টির সম্মানের উসীলায়।

يَـآاِلٰهِىْ بِـحُـرْمَةِ زُهْـدِ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَزَهَـادَةِ سَيِّـدِنَا مُـحَمَّدٍ وَزَارِىْ سَيِّدِنَا مُـحَـمَّدٍ وَزِيْـنَةِ سَيِّدِنَا مُحَـمَّدٍ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১১) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে যুহ্‌দে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া যাহাদাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া যা-রী সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জীনাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবেশী, তাকওয়া, ক্রন্দন এবং সাজ সজ্জার সম্মানের উসীলায়।

يَـآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ سِيَـادَةِ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَسَـعَادَةِ سَيِّـدِنَـا مُـحَمَّدٍ وَسُنَّةِ سَيِّدِنَا مُـحَـمَّـدٍ وَسِرِّ سَيِّـدِنَـا مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১২) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে সিয়া-দাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সাআ'দতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সুন্নাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সির্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সালামে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কর্তৃত্ব, সৌভাগ্য, সুন্নত, রহস্য এবং সালাত ও সালামের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ شَرْعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَرْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَادِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৩) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে শরয়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া শর্‌ফে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া শওক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া শা'দে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শরীয়ত, আভিজাত্য, উৎসাহ এবং ইচ্ছার উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ صِدْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلٰوةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَفَآءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৪) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে সিদক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সওমে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সালা-তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সাফা-য়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া সাব্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সত্যবাদিতা, রোযা, নামায, পরিচ্ছন্নতা এবং ধৈর্য্যের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ضِيَآءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضَمِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضَحَآءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَضِعْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৫) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে দ্বিয়া'য়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দ্বামীরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দ্বাহা-য়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া দ্বি'ফে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা।

অর্থঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আলো, অন্তরের বিষয়াবলী, চাশ্‌তের সময় এবং (কাজ কর্মে) দ্বিগুনের মহত্বের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطُهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَرِيْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৬) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে তাল্‌-আ'তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ত্বাহা-রাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া তুহ্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ত্বরীক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া তাওয়াফে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আগমন, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পথ এবং তাওয়াফের মাহাত্ম্যের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَظُهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَظِلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَظُهُوْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَظُفْرِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৭) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে জা'হেরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জুহ্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মদিন' ওয়া যিল্লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জুহুরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া জুফ্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাহ্যিক রূপ, জোহরের নামাজ, ছায়া, আত্মপ্রকাশ এবং সফলতার সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ عِشْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَرَفَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعُلُوِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِيْمِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৮) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী বেহুরমতে ইশ্‌ক্বে সায়্যিদিনা

'মুহাম্মাদিন' ওয়া আরাফাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ইল্‌মে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া উলুওয়্যে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া আলীমে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ইশক পরিচিতি, ইলম, উচ্চ মর্তবা এবং তাঁর অভিজ্ঞতার সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ غُرْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغُرِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَيْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَغَنِيْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১৯) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে গুরবতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া গা'-রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া গুর্‌রে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া গাইরতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া গণীমতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরিদ্রতা, গুহা মুবারক, চাঁদ কপাল, তাঁর স্বকীয়তা এবং গণীমতের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ فَيْضِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَقْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفِرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَضْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَضِيْلَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২০) **উচ্চারণ** ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে ফয়দে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ফাক্বরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ফেরা-ক্বে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ফদ্‌লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ফযীলতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফয়েজ, দরিদ্রতা, বিচ্ছেদ, অনুগ্রহ এবং ফযীলতের মহত্বের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ قُلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقَنَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২১) **উচ্চারণ** ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে কুল্লে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ক্বাদরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ক্বানা-

আতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া কুওয়তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার স্বল্পতা, যোগ্যতা, ধৈর্য্যশক্তি এবং শক্তির সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ كَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكَشْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكُوْشِشِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكِتَابَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكُنِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২২) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে কালা'মে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া কাশ্ফে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া কূশিশে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া কিতা'বাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া কুনিয়্যতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উচ্চারিত বাক্য, বাতেনী চক্ষু, বাহ্যিক প্রচেষ্টা, হাতের লিখা এবং তাঁর উপনামের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ لَيْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلِقَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلِيَاقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৩) **উচ্চারণ ঃ** এয়া ইলাহী! বেহুরমতে লাইলে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া লেক্বায়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া লিয়া-ক্বতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রাত্রি, সাক্ষাত এবং অভিজ্ঞতার মহত্ত্বের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ مُجَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمُشَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمُلَاحِظِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৪) **উচ্চারণ ঃ** এয়া ইলাহী! বেহুরমতে মুজাহাদা'তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া মুশাহাদাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া মুলাহাযে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া মাসাহাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চেষ্টা, অবলোকন, দর্শনীয় স্থান এবং দূরত্বের সম্মানের উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ نَازِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنَمَازِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنَصِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَنَقْبِرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৫) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে না'যে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া নামাজে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া নাসীরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া নাক্বিরে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিপত্তি, নামাজ ও সাহায্যের সম্মানের উসীলায়।

يَا اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ وُرُوْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ وَقَآءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ وَجُوْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ وَدِيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৬) উচ্চারণঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে উরূদে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ওয়াক্বায়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ওজূদে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ওয়াদিয়া'তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভাগমন, সংরক্ষিত উপাদান, অস্তিত্ব এবং আমানতের মর্যাদার উসীলায়।

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ هِمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَهِدَايَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَدْيَةِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৭) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে হিম্মাতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া হেদায়তে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া হাদ্ইয়াতে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাহস, হেদায়ত এবং হাদিয়ার সম্মানের উসীলায় –

يَآاِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَارِىْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَيَگَانَگِىِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৮) উচ্চারণ ঃ এয়া ইলাহী! বেহুরমতে ইয়ারী সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' ওয়া ইয়াগানক্বীয়ে সায়্যিদিনা 'মুহাম্মাদিন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

অর্থ ঃ ইয়া রাব্বাল আলামীন! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাহায্য এবং তাঁর আত্মীয়তার উসীলায়–

আমার সমস্ত দু'আ কবুল করুন।

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ بِعَدَدِ

مَا هُوَ الْمَكْتُوْبُ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فِىْ
كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ وَنَفَسٍ وَ لَمْحَةٍ
اَلْفِ اَلْفِ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اِلٰى يَوْمِ الْعِلْمِ-
اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ওয়াসাল্লামা বে আদ্দদে মা হুয়াল মাক্‌তূবু ফীল্‌ লওহি ওয়াল ক্বালামি ফী কুল্লি ইয়াওমিন্‌ ওয়া লায়লাতিন্‌ ওয়া সা'আতিন্‌ ওয়া নাফাসিন্‌ ওয়া লামহাতিন্‌ আল্‌ফি আল্‌ফি মিয়াতি আল্‌ফি মার্‌রাতিন্‌ ইলা ইয়াওমিল ইল্‌মে। আলা! ইন্না আউলিয়া'আল্লাহে লা-খাওফুন্‌ আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। বিরাহ্‌মাতিকা এয়া আর্‌হামার্‌-রা-হিমীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালা আ'লিহী ওয়া আস্‌হাবিহী ওয়াসাল্লামা আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ পাক তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধর, সাহাবায়ে কেরামের উপর লৌহ কলমে লিখিত সংখ্যানুপাতে প্রতিদিন, প্রতি রাত্রি, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মুহুর্তে, প্রতি নি:শ্বাসে লক্ষ-কোটিবার কেয়ামত পর্যন্ত দুরূদ সালাম নাযিল করুন। হুঁশিয়ার! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য কোন প্রকারের ভয় ও দু:খ নেই। বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার রা-হেমীন।

পরিকল্পিত

আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনা কমপ্লেক্স'র পরিকল্পনা

- ❖ আল-মদীনা ইসলামী পাঠাগার
- ❖ মাদ্‌রাসায়ে দরসে নিজামী
- ❖ এতিমদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং হেফজখানা প্রতিষ্ঠা করা
- ❖ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কম্পিউটার ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
- ❖ পবিত্র কুরআন-হাদিস এবং ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা
- ❖ সম্মেলন কক্ষঃ বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য একটি সম্মেলন কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা
- ❖ মসজিদঃ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজ যাতে জামাতের সাথে আদায় করতে পারেন, তৎজন্য আদর্শ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা
- ❖ দাতব্য হাসপাতালঃ গরীব নিঃস্ব ও দুঃস্থ মানবতার সেবা এবং আর্ত-পীড়িতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা

বাস্তবায়িত প্রকল্প ঃ

- ❖ পবিত্র হজ্ব, ওমরা ও মদীনা শরীফ জেয়ারতকারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা
- ❖ দ্বীনের প্রচার প্রসারে ইসলামী রচনাবলী সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক মদীনার আলোর প্রকাশনা
- ❖ বয়স্কসহ সবার জন্য ফ্রি কুরআন পাঠ ও নামাজ শিক্ষার কর্মসূচী

দ্বীনের এ মহা পরিকল্পনা ও প্রকল্প সমূহে দৈহিক ও আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন

পরিচালনায়

পীরে তরিক্বত আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম
সাবেক খেদমতকার, রওজায়ে রাসূলুল্লাহ (দ:) ও মসজিদে নববী শরীফ,
খলীফায়ে দরবারে গাউছে পাক (রা:), বাগদাদ শরীফ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনা কমপ্লেক্স
শাহ্ মঞ্জিল ১৬৮, জয়নগর ২নং লেইন, কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬১ ৭৭ ০১ মোবাইল ঃ ০১৮৩১৮৫৬৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনার উদ্যোগে

বাগদাদিয়া খানকাহ্ শরীফে অনুষ্ঠেয় মাহফিল সূচী

ক্রঃ নং	উপলক্ষ	তারিখ	সময়
০১.	সাপ্তাহিক মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা) মাহ্‌ফিল	প্রতি রবিবার	বা'দে মাগরিব
০২.	পবিত্র বারবী শরীফ, গেয়ারবী শরীফ ও ছেটবী শরীফ, (ছয় শরীফ) মাহ্‌ফিল	প্রতি চান্দ্র মাসের ১১ তারিখ	বা'দে মাগরিব
০৩.	পবিত্র আশুরা ও শোহদায়ে কারবালা স্মরণে মাহ্‌ফিল	৯ মুহর্‌রম	বা'দে আসর হতে রাত ৯টা
০৪.	পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) মাহ্‌ফিল	১১ রবিঃ আউঃ	বা'দে আসর হতে রাত ৯টা
০৫.	হযরত বড় পীর (রাঃ) এর স্মরণে ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম মাহ্‌ফিল	১১ রবিঃ সানিঃ	বা'দে আসর হতে রাত ৯টা
০৬.	হযরাতে আহ্‌লে বাইতে আতহার (রাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ) ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) এর ঈসালে সওয়াব	৬ রজব	বা'দে আসর হতে রাত ৯টা
০৭.	মিরাজুন্নবী (দঃ) মাহ্‌ফিল উপলক্ষে নফল নামায, জিকির, মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাত	২৬ রজব দিবাগত রাত	বা'দে মাগরিব
০৮.	লাইলাতুল বরাত, নফল নামাজ, জিকির, মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাত	১৪ শাবান দিবাগত রাত	এশা নামাজ হতে আরম্ভ
০৯.	মাহে রমজানুল মোবারকে তারাবীহ্ নামাজ	রমজান মাসে প্রতিদিন	এশা নামাজ হতে আরম্ভ
১০.	হযরত আলী (রাঃ) এর ফাতেহা শরীফ ও ইফতার মাহ্‌ফিল	২১ রমজান	বা'দে আসর
১১.	শবে ক্বদর মাহ্‌ফিল , নফল নামাজ, জিকির, মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাত	২৬ রমজান দিবাগত রাত	এশা নামাজ হতে আরম্ভ
১২.	পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ্ এবং মদীনা মোনাওয়ারা জিয়ারতের প্রশিক্ষণ	রমজান মাসে আরম্ভ	
১৩.	সহিহ্ কোর্‌আন শরীফ ও নামাজ শিক্ষার মজলিশ	প্রতিদিন	বা'দে মাগরিব

মাহ্‌ফিল পরিচালনা করবেন আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, খলীফায়ে দরবারে গাউছে পাক পীরে ত্বরীক্বত হযরত **আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম** (সাবেক খেদমতকার, রওজা-ই- রাসূলুল্লাহ (দঃ) ও মসজিদে নববী শরীফ)

তাবাররুকাত

চকবাজার, কলেজ রোড ১৬৮, জয়নগর ২নং লেইনের শাহ্ মঞ্জিলস্থ বাগদাদিয়া খানকাহ শরীফে প্রিয় নবী (দ:) এর হাত মোবারকের স্পর্শধন্য গাছের বাকল, গিলাফসহ অন্যান্য বহু তাবাররুকাত অতীব যত্ন ও সম্মানের সাথে সংরক্ষিত রয়েছে। আগ্রহী আশেকে রাসূল ভাই-বোনদের জন্য উক্ত মহা পবিত্র তাবাররুকাত দর্শন ও জিয়ারতের সু-ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পবিত্র স্থানে প্রতি রবিবার বাদে মাগরিব মিলাদ শরীফ ও বিশেষ দোয়া- মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

যে কোন নেক হাজত পূরণ ও পূণ্য উদ্দেশ্য সাধনে এবং বালা-মুসিবত, জটিল-কঠিন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিয়্যত করতঃ দুরূদে মুক্বাদ্দাস শরীফ পাঠ করে হাজার-হাজার মানুষ দ্রুত ফলাফল লাভ করছে মর্মে আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনায় প্রায়ই সংবাদ আসছে।

❑ *এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' যাঁরা মুহাব্বত ও ইয়াক্বীনের সাথে পাঠ করবেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেন ইনশা'আল্লাহ্। আর যাঁরা সফলকাম হবেন, তাঁরা আরো বেশী সফলতা লাভ করার জন্য এই 'দুরূদে মুক্বাদ্দাস' এর অধিক প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে আসবেন।*

পবিত্র হজ্ব প্রশিক্ষণ কোর্স

আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম ছাহেব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এর রওজা মোবারক ও মসজিদে নববী শরীফ'র খেদমতে দীর্ঘকাল নিয়োজিত থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তারই আলোকে হাজ্বী সাহেবানদের কল্যাণে তাঁদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে হজ্ব, ওমরা ও মদীনা শরীফ জেয়ারত এবং সকল নিয়ম কানুন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

ফ্রি কোরআন পাঠ ও নামাজ শিক্ষা

আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনার উদ্যোগে সঠিকভাবে ফ্রি কোরআন পাঠ ও নামাজ শিক্ষা দেয়া হয়। আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে বাগদাদিয়া খানকাহ্ শরীফ, শাহ্ মঞ্জিল ১৬৮, জয়নগর ২নং লেইন কলেজ রোড, চকবাজারে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ফোনঃ ৬১৭৭০১

লেখক পরিচিতি

আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত পূর্ব ফরহাদাবাদ গ্রামে ১৯৪৫ ইং সনে এক সম্ভ্রান্ত বুযুর্গ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ্ আমান শাহ্'র (রহঃ) বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ ছুফি আবুল খায়ের (রহঃ) তাঁর পিতা।

বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হালিম স্থানীয় পূর্ব ফরহাদাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী নাজিরহাট জামিয়া মিল্লিয়া আহ্‌মদিয়া আলীয়ায় ভর্তি হয়ে দাখিল পাশ করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া চন্দনপুরায় ভর্তি হয়ে আলিম, ফাজিল ও কামিল সনদ অর্জন করেন এবং পরে বাংলা কলেজ হতে আই. এ. পাশ করেন।

১৯৭১ ইং সনে তিনি কামিল প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রথমবারের মত হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে গমন করেন। এরপর দেশ স্বাধীন হলে দেশে এসে কামিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৭ ইং সনে পুনরায় পবিত্র মক্কা শরীফে গমন করে দুই বৎসর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের খেদমত লাভে ধন্য হন। পরে স্বল্প সময়ের জন্য ছুটিতে বাড়ী এসে পুনরায় মক্কা শরীফ গমন করলে স্বপ্নে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রওজা মোবারকে খিদমতের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। ছুটি শেষে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কাজে যোগদান না করে মদীনা মুনাওয়ারায় রওজা শরীফের কর্তৃপক্ষের কাছে মসজিদে নববী শরীফ ও রওজায়ে রাসূলুল্লাহর (দঃ) খেদমতের জন্য দরখাস্ত পেশ করলে আল্লাহর অপার কৃপায় সরকারে দো আলম (দঃ)'র নজরে করমে তা কবুল হয়ে যায় এবং তিন দিনের মধ্যেই তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এরপর দীর্ঘদিন রওজা পাকের খিদমত আঞ্জামে ধন্য হয়ে ১৯৯২ সনে দেশে ফিরে এসে আঞ্জুমানে আশেকানে মদীনা নামক বহুমুখী কর্মসূচীর এক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। এর অধীনে সৃজনশীল ত্রৈমাসিক ইসলামী পত্রিকা মদীনার আলো নিয়মিত প্রকাশের পাশাপাশি কমপ্লেক্সের বিবিধ কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে তিনি দ্বীন ও মাজহাবের নিরলস খেদমত করে যাচ্ছেন। তিনি গাউছে পাক হযরত "শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রাঃ)" এর চৌদ্দতম আওলাদে পাক, বর্তমান মোতওয়াল্লী, গদিনশীন খাদেম হযরত "শেখ সৈয়দ আবদুর রহমান আল-জিলানী (মা.জি.আ.)" কর্তৃক ৯ই এপ্রিল ২০০০ সাল বাগদাদ শরীফে গাউছে পাকের দরবারে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন খেলাফত লাভে ধন্য হন। তিনি বহু দুর্লভ গ্রন্থ রচনা করে লেখনী জগতকেও সমৃদ্ধ করেছেন। শাহ্ ছাহেব দুনিয়ার দেশে দেশে সফর করে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), চার তরিকা ও মাজহাবের আইম্মায়ে এজাম এবং বিশ্ব বিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরাম- বুজুর্গানে দ্বীনের মাজার জিয়ারতসহ ইসলামী কৃষ্টিসমৃদ্ধ ঐতিহ্যমন্ডিত, ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি জিয়ারত করেছেন। তম্মধ্যে সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, জর্দান, ফিলিস্তিন, জেরুজালেম, ভারত, কাতার ও আরব আমীরাতের সফর উল্লেখযোগ্য। শরীয়ত-তরীকতের যথার্থ চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শাহ্ ছাহেব দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মিক উন্নয়ন সাধনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর লিখিত বইগুলো হলঃ-

☐ হযরত আম্বিয়া (আঃ) ও আওলিয়ায়ে কেরাম (রাঃ) এর দূর্লভ তাবাররুকাত (ফযীলত ও বরকত এবং ধর্মীয় স্মারকচিহ্ন সমূহ) ☐ প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর বহনকারী পিতা-মাতার মর্যাদা ☐ রওজা-ই পাক, মসজিদে নববী শরীফ, জান্নাতুল বাকী ও জান্নাতুল মু'আল্লা শরীফের নকশা ☐ দুরূদে মুস্তাফাস (দুরূদ শরীফের মধ্যে অমূল্য) ☐ পবিত্র না'ল শরীফ এর ফযীলত ও বরকত ☐ মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার পথে (হজ্ব, ওমরা ও জিয়ারত নির্দেশিকা)। ☐ নামাজের ধারাবাহিক নিয়মাবলী